

শ্রীমুচুকুন্দ মহারাজ শ্রীভগবান্কে যে শ্লোকটি বলিয়াছিলেন, সেই শ্লোক-  
 দ্বারা উপলক্ষিত করিতেছেন। মুচুকুন্দ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে—বলিলেন হে  
 নাথ! সংসারচক্রে ভ্রমণশীল জীবের যখন ভবাপবর্গ হয় অর্থাৎ সংসারক্ষয়ের  
 কাল উপস্থিত হয়, তখন সাধুসমাগম হইয়া থাকে। এস্থলে বিশেষ  
 বুঝিবার বিষয় এই যে—অনাদিভগবদ্বহিমুখ জীবের এমনত কোনও সাধন-  
 সম্পত্তি নাই, যাহার দ্বারা সংসারক্ষয় হইতে পারে। কারণ জীব তিনটি  
 সম্পত্তিতে ধনী; তন্মধ্যে একটি স্থাবর সম্পত্তি, আর দুইটি অস্থাবর সম্পত্তি।  
 তন্মধ্যে ভগবদ্বহিমুখতা স্থাবরসম্পত্তি, অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে এই বহি-  
 মুখতা দোষ জীবের অচঞ্চলভাবে বিद्यমান আছে। সেই বহিমুখতা দোষমূলক  
 পাপ ও পুণ্যরূপ দুইটি অস্থাবরসম্পত্তি জীবের অনাদিকাল পর্যন্তই আছে।  
 সেই পাপ ও পুণ্য ভোগে ক্ষয় হয়, পুনরায় সঞ্চয় করে। এই তিনটির  
 মধ্যে কোন একটিতেও সংসারক্ষয় করিতে পারে না। তাহা হইলে  
 অনাদিকাল সংসারচক্রে ভ্রমণশীল জীবের সংসারক্ষয়প্রাপ্তির প্রতি কারণ  
 কি? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—সংসঙ্গই সংসারক্ষয়ের প্রতি ঐকান্তিক  
 কারণ। কিন্তু “ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ জনস্ত তর্হ্যুতসংসমাগমঃ”—  
 এই শ্লোকে পূর্বের সংসারক্ষয়প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া পরে সংসঙ্গের কথা  
 উল্লেখ করিলেন কেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—সংসঙ্গই যে  
 সংসারক্ষয়প্রাপ্তির প্রতি অব্যভিচারী কারণ, সেইটি দেখাইবার জন্যই  
 বিপরীতক্রমে অর্থাৎ পূর্বের সংসারক্ষয়প্রাপ্তির কথা বলিয়া পরে সংসঙ্গের  
 কথা বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—সংসঙ্গ বিনা অন্য কোন  
 উপায়েই যে সংসারক্ষয় হইতে পারে না, তাহাই দেখান হইয়াছে।  
 শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৯ অধ্যায়ে নলকুবর মণিগ্রীবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও  
 এইপ্রকার অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন—“সাধুনাং সমচিত্তানাং সুতরাং  
 মৎকৃতাত্মনাং, দর্শনান্নোভবেদ্বন্ধঃ পুংসোক্লেঃ-সবিতুর্যথা” আমাতে অপিতচিত্ত,  
 স্বর্গাপবর্গনরকেতুল্যদৃষ্টি সাধুগণের দর্শন হইতে সূর্য্য উদয়ে যেমন নেত্রের  
 অন্ধকার জনিত বন্ধন থাকে না, তেমনিই জীবের ভববন্ধন থাকে না। এই  
 শ্লোকে সাধুসঙ্গই যে সংসারবন্ধনমোচনের প্রতি মূল হেতু, তাহাই নির্দেশ  
 করিয়াছেন। অতএব, আলঙ্কারিকগণ ইহাকে চতুর্থপ্রকার অতিশয়োক্তি  
 অলঙ্কার বলিয়া বর্ণন করেন। চতুর্থ প্রকার অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের  
 লক্ষণ অলঙ্কার শাস্ত্রে “চতুর্থী সা কারণস্ত গদিতুঃ শীঘ্রকারিতাম্। যা হি  
 কার্য্যস্ত পূর্ব্বোক্তিঃ”।

অর্থাৎ কারণের শীঘ্র কার্য্যকারিতা বলিবার অভিপ্রায়ে যেখানে কারণ